বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ফোন ঃ
অফিস ঃ ৯৫৫৫১৩৩
ফ্যাক্স ঃ ০০৮৮-০২-৯৫৬৪৭৬৩

সচিবালয়
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

Phone :
Office : 9555133
Fax : 0088-02-9564763

স্মারক নং-৩২৩ পাউবো(সচি)/বোর্ড-২

তারিখঃ ০৭ পৌষ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২১ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নৈতিকতা কমিটির ১২ তম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

গত ০৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নৈতিকতা কমিটির **১২ তম** সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসাথ প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর বাস্তবায়ন প্রতিবেদন অত্র দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২১/১২/২০১৭
(আব্দুল খালেক)
সচিব, বাপাউবো ও
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
বাপাউবো নৈতিকতা কমিটি
secretary@bwdb.gov.bd

সংযুক্তি: বর্ণনামতে:

স্মারক নং-৩২৩-পাউবো(সচি)/বোর্ড-২

তারিখঃ ০৭ পৌষ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২১ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি/ কার্যার্থে প্রেরীত হলো:

১. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/ অর্থ/ পশ্চিম রিজিয়ন/ পূর্ব রিজিয়ন/ পরিকল্পনা), বাপাউবো, ঢাকা ও কমিটির সদস্য।
২. প্রধান প্রকৌশলী (সকল)---------------------------------বাপাউবো, ---------------------------------------।
(তাঁর জোনের আওতাধীন জেলা নৈতিকতা কমিটির সভাপতিগণকে সদয় অবহিতকরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপালনের নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত প্রেরণ করা হলো)।
৩. চীফ মনিটরিং/ চীফ প্ল্যানিং/ প্রধান, প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা ও কমিটির সদস্য।
৪. প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা, বাপাউবো, ঢাকা ও কমিটির সদস্য।
৫. সচিব, বাপাউবো, ঢাকা ও কমিটির সদস্য-সচিব।
৬. পরিচালক সম্পত্তি ও যানবাহন/ প্রশিক্ষণ/ নিরাপত্তা পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
৭. পরিচালক, জনসংযোগ/অর্থ পরিদপ্তর বাপাউবো, ঢাকা ও কমিটির সদস্য।
৮. সিস্টেম এনালিস্ট, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা ও কমিটির সদস্য (বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৯. সিএসও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা (মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ও সভাপতি বাপাউবো নৈতিকতা কমিটি, বাপাউবো, ঢাকা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১০. অফিস কপি।

ডায়েরী নং ২৩৩২
প্রোগ্রামার
সহকারী প্রোগ্রামার ১/২
নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী
অফিস সহকারী
সিস্টেম এনালিষ্ট- ১/২
আইসিটি সেল, বাপাউবো, ঢাকা

❖ তারিখঃ ২৪/১২/২০১৭
❖ ভারপ্রাপ্ত
❖ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
❖ নথিতে পেশ করুন
❖ নথিতে রাখুন
❖ তাগিদ পত্র দিন

২১/১২/২০১৭
(এস, এম, হুমায়ূন কবীর)
উপ পরি:(বোর্ড) (চলতি দায়িত্ব)
বাপাউবো, ঢাকা।

E:\KABIR- b-2\Shuddhachar- Noitikota committee\Meeting-12\forwarding.doc

গত ০৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নৈতিকতা কমিটির ১২ তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নৈতিকতা কমিটির ১২ তম সভা গত ০৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ বিকাল ৪.৪৫ ঘটিকায় মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) জনাব মো. আফজাল হোসেন সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ উপস্থাপন করা হলো।

আলোচ্যসূচী-কঃ পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তসমূহ সভায় আলোচনা শেষে অনুমোদন করা হলো।

সভার সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে এবং বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বোর্ডের সচিব জনাব আব্দুল খালেক-কে অনুরোধ জানান। বোর্ডের সচিব পূর্ববর্তী সভার অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেন।

তিনি সরকারের শুদ্ধাচার কৌশলের পটভূমি সভায় উপস্থাপন করেন। সংবিধানের ১০, ১১, ১৯ ও ২০ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে তিনি বলেন "শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতা নিশ্চিতকরণে বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। ২০০৩ সালে জাতিসংঘে United Nations Corruption Against Corruption (UNCAC) অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার দেশ থেকে দুর্নীতি নির্মূলে ফৌজদারী আইন প্রণয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এছাড়া, সরকার তার 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে দেশ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্ব, অশিক্ষা দূরীকরণে ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করেন। এছাড়া, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ, বছর শেষে সমাজের সম্পদশালী বিত্তবানদের সম্পদের হিসাব বিবরণী দাখিল, ঘুষ, বল প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থ আদায়, চাঁদাবাজি ও দুর্নীতি দূর করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণসহ; সমাজে যারা কালো টাকার মালিক, ঋণখেলাপি এবং রাষ্ট্র ও সামাজে সর্বক্ষেত্রে পেশিশক্তি প্রদর্শন করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়গুলি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, সরকার বিশ্বাস করে যে, এসব লক্ষ্য অর্জনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অবশ্য- কর্তব্য এবং সে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দূর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য কৌশল। বর্তমান সরকার দূর্নীতি বিরুদ্ধে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে এবং সামাজের সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তিন বছরের মধ্যেই ১৮০টি আইন ও ৩৩টি কর্মকৌশল ও নীতি প্রণয়ন করেন । এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো-সন্ত্রাস বিরোধী আইন- ২০০৯, তথ্য অধিকার আইন -২০০৯, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন -২০১২ ইত্যাদি। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় এসব আইনের প্রয়োগ ও কার্যকরিতা মূল্যায়নের জন্য সরকার একটি ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই কর্মপরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হলো জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল। আলোচনায় কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন।

আলোচ্যসূচী-খঃ বাপাউবো শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান বিষয়ক অগ্রগতিঃ

এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তরের পরিচালক মোঃ ওয়াহেদ হোসেন ও বাপাউবো শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সদস্য-সচিবকে পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয় এবং পরবর্তী সভায় অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

আলোচ্যসূচী-গঃ বাপাউবো শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৭-২০১৮) অগ্রগতি ছক উপস্থাপন;

বোর্ডের সচিব সভায় বোর্ডের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৭-২০১৮) সালের অগ্রগতি ছক উপস্থাপন করেন এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে, সভার সদস্য ও পরিচালক অর্থ পরিদপ্তর জনাব মোঃ ছানাউল হক কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সভা/সেমিনার যথাসময়ে সম্পন্ন করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

সভার সভাপতি ও বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) জনাব মো. আফজাল হোসেন দুর্নীতি দমন কমিশন হতে প্রণয়নকৃত ১৪ দফা নির্দেশনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, সরকারী সেবাদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহতা নিশ্চিতকল্পে ও জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতি বিরোধী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন হতে প্রেরীত নির্দেশনা মোতাবেক দ্রুত বোর্ডে হেল্প ডেস্ক চালুর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বোর্ডের নিরাপত্তা পরিদপ্তরকে অনুরোধ জানান।

পাশাপাশি, সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য বোর্ডের পরিচয় পত্র পরিধান নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অনুরোধ জানান। তিনি বোর্ডের সকল দপ্তরে ' আমি ও আমার অফিস দুর্নীতিমুক্ত' শীর্ষক ঘোষণা অফিস প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষর করে দপ্তরের সামনে টানিয়ে রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় বক্তাগণ উক্ত ১৪ দফা নির্দেশনার বিষয়ে আলোচনা করেন। বাপাউবো নৈতিকতা কমিটির সদস্যগণ বলেন, দাপ্তরিক কাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে জনগণের সাথে ভাল আচরণ করতে হবে, সরাসরি দপ্তর প্রধানের সাথে সেবাপ্রার্থীদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা সহজীকরণ, তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও মোবাইল নম্বর দৃশ্যমান স্থানে টানিয়ে রাখা, সিটিজেন চার্টার হাল নাগাদকরণ, ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে জনগণের অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, গণশুনানীর আয়োজন, দালালের হাত থেকে সেবাপ্রার্থীকে রক্ষার জন্য দপ্তরের সামনে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম পদবী, মোবাইল নম্বর, ও ছবি বিল বোর্ডে স্থাপন, সিটিজেন রিপোর্টকার্ড প্রবর্তনকরণ, সেবার নতুন নতুন ক্ষেত্র উদ্ভাবন, এবং নিয়মিত উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অধঃস্তন অফিসসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন ও নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। তিনি বলেন যে, সরকারের বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অর্জনের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর জন্য নির্দিষ্ট সময় প্রশিক্ষণ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক মান অর্জন করার ক্ষেত্রে এপিএ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। বোর্ডের প্রশিক্ষণ মডিউলে আধুনিকায়ন আনয়নের বিষয়ে তিনি সভায় গুরুত্বারোপ করেন। সপ্তাহে প্রতি সোমবার ও বুধবার অফিস সময়ের পরে ০১ (এক) ঘন্টা শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ চলমান রাখার জন্য তিনি প্রস্তাব পেশ করেন। অফিসের দেয়ালে বিভিন্ন ধরণের পোস্টার লাগানোতে একদিকে যেমন দেয়াল ক্ষতি হচ্ছে অন্যদিকে পরিবেশ ও সৌন্দর্য হানি ঘটছে। বিকল্প হিসেবে বিলবোর্ড ও ফেস্টুন ব্যবহার করা যেতে পারে।

আলোচনা শেষে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ১: বাপাউবো শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সদস্য-সচিব ও কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তর পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন।

সিদ্ধান্ত-২ বিবিধ ১: সরকারী সেবাদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন হতে প্রণয়নকৃত ১৪ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত বোর্ডের সকল দপ্তরকে অবহিত করার জন্য বোর্ড সচিবালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সিদ্ধান্ত-২ বিবিধ ২: ওয়াপদা ভবনের নীচতলায় সেবা প্রত্যাশী মানুষকে সেবা প্রদানের নিমিত্ত একটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে বোর্ডের নিরাপত্তা পরিদপ্তর দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত-২ বিবিধ ৩: সপ্তাহে প্রতি সোমবার ও বুধবার অফিস সময়ের পরে ০১ (এক) ঘন্টা শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ চলমান রাখার বিষয়ে বোর্ডের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়ে করে বোর্ডের প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত-২ বিবিধ ৪: বোর্ডের কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ের দপ্তর পরিদর্শনকালে বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) -এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় পর্যবেক্ষণ করবেন এবং তা প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ থাকবে।

কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো. আফজাল হোসেন)
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ)
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।